দৈনিক খবর 112
তারিখ 20 DEC 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ইদানীং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
একটি রক্তগোলাপের অপমৃত্যু

॥ দীপক ভৌমিক ॥

আর একটি সম্ভাবনাময় প্রাণের অপমৃত্যু হলো কয়েকদিন আগে। ফুলটী পরিপূর্ণ বিকশিত হতে না হতেই ঝরে পড়ল অত্যন্ত বেদনাভরে ধূসর ধুলো-মাটিতে। আরিফ আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই হাস্যোজ্জ্বল প্রিয় মুখটি যে ছিল আমাদের সবার স্বপ্ন সাধ। সেই অতিপ্রিয়, সদালাপী, জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রথম হওয়া উদ্যমী তরুণ প্রাণ লুটিয়ে পড়ল আততায়ীর অব্যর্থ বুলেটে। মাটি রক্ত সিক্ত হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যার মারণযজ্ঞের ইতিহাসে সংযুক্ত হলো আরো একটি অবিসংবাদিত নাম। হত্যাযজ্ঞের মিছিলে শরীক হলো আমাদের তরুণতম সম্ভাবনাময় করোজ্জ্বল মুখটি। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক অধ্যায় সূচিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে। ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফসল আরিফ।

এই হত্যাকান্ড প্রমাণ করল অত্যন্ত নগ্নভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি চলছে? পাঠকদের স্মতর্বে থাকতে পারে এই পাতায় আমি একদা লিখেছিলাম যদি ছাত্র সংগঠনগুলোর অর্ন্তঘাতমূলক তৎপরতার জন্যে কোনো সম্ভাবনাময় প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে, তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকার, ছাত্র সংগঠন না রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ? আজ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রাণের অপমৃত্যু হলো কিন্তু এই কি শেষ? যে রক্তের বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছে দেশের প্রধানতম সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে-এর শেষ কোথায়?'

আরিফ হত্যাকান্ড অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে ছাত্র সংগঠনগুলো যে যে বুলিই আওড়াক না কেন আসলে কেউই সাধু নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বিশেষ কোনো দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই মরণ খেলায় সবারই গাঁটছড়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। শেষ কথা মরণ কামড়। যে কোনো প্রাণের আত্মাহুতি নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট হোমানলে। আজকে আরিফের পাশাপাশি আরেকটি মুখ আমার চিন্তার দীঘল খাঁড়িতে ঘাই মারছে সে মুখটি হচ্ছে বাওফুন বসুনিয়ার। আজ থেকে বেশ ক'বছর আগে যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতির মধ্যে সেই প্রিয় মুখ বসুনিয়া হারিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই সময়কার পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দীর্ঘ লালিত্যময় ইতিহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের দীর্ঘদিনের। যে কোনো রকমের সন্ত্রাণের বিরুদ্ধে এদের কণ্ঠ প্রতিবাদে সদা সোচ্চার। আরিফ হত্যার মধ্য দিয়ে সেই সুমহান ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মুখে কালিমা লিপ্ত হলো।

আর যে ভূমিকাটা সব চেয়ে নগ্ন হয়ে আমাদের সামনে এসে সত্যের মতো দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে প্রতিবাদের হিংস্রাশ্রয়ী ভাষা। ডাকসু-র ভিপি সুলতানের রুম ভেঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি পুড়িয়ে যারা তাদের ক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত হীন মানসিকতা নিয়ে তারা কিভাবে সন্ত্রাসের মোকাবেলা করবেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। বঙ্গবন্ধু সমস্ত বাক-বিতন্ডা কল্পনার উর্ধ্বে। কিন্তু যারা হিংসাশ্রয়ী আবেগ প্রসূত মনোভাব নিয়ে, বঙ্গবন্ধুর ছবিতে আগুন ধরাতে পারে তারা যাই হোক সৎ সাহসে বুক ফুলিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। আর সব চেয়ে বড় কথা এবং দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনাময় সুন্দর আর্তিময় অনুভূতির বাক্য কাউকে অমর্যাদা করার মধ্যে আর যাই থাক কোনো গৌরব নেই। হিংসার তান্ডব হত্যার অগ্রদূত। হত্যার রাজনীতি ফলবন্ত হয় হিংসাকে আশ্রয় করে। যারা আরিফের মতো সম্ভাবনাময় একটি প্রাণকে হত্যা করেছে তারা এটা হিংসান্বিত হয়েই করেছে এবং ফায়দা লুটতে চেয়েছে রাজনৈতিকভাবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলো আজকাল গণতন্ত্র অপেক্ষা হিংসাতন্ত্র এবং পেশী শক্তির ওপর যেন খুব বেশী বিশ্বস্ত হতে শুরু করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতাই তার প্রমাণ। অবশ্য আরিফ হত্যার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছিল তাতে সবারই আশংকা ছিলো যে, একটা মর্মাহত দৃশ্যের অবতারণা খুব শীঘ্রই হবে এবং অবিশ্বাস্যভাবে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে সেটা ঘটে গেছে। এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটনা এখানেই থেমে নেই।

ডাকসু নির্বাচনোত্তর কনক হত্যার মধ্য দিয়ে যে হোলি খেলার রাজনীতির অশুভ পায়তাঁরা শুরু হয়েছে তা আরিফের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায়নি। এখনও আলামত দেখা যাচ্ছে। জানি না আর কত প্রাণ মুখ থুবড়ে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে সারা গায়ে রক্ত মেখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে এতসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলছে, কিন্তু কর্তপক্ষ তাঁদের সেই গতবাঁধা মত ও পথের কিন্তু কোনো পবির্তন সাধন করেননি। ইতিপূর্বে যেমন এক একটি প্রাণ ঝরে গেছে এবং তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবারও হয়েছে সেই চিরাচরিত নিয়মের পুনরাবৃত্তি। এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্য এ পর্যন্ত কোনো হত্যাকান্ডেরই ঠিকমত সুষ্ঠু বিচার যথাসময়ে হয়নি। খুব বেশি পেছনের কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না, শুধু কফিল উদ্দিন কনক হত্যার ও ডাকসু নির্বাচনোত্তর ছাত্রী মিছিলে হামলার ব্যাপারটি পাঠকদের স্মর্তব্যে আনতে চাই। অনেক সময় গড়িয়ে যাচ্ছে- কিন্তু আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে কী কর্তৃপক্ষের অপারগতার কথাই দেশবাসীর সামনে ঝলসে উঠছে না? এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি বলেন?

অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে হয়, ছাত্ররা তথা ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পরের মধ্যে মারামারি করছে, ধৃত হচ্ছে বা হত্যা করছে আবার তারাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে বক্তব্য উপস্থাপন করছে। গণতন্ত্রের অনুশীলনের নামে বার বার সরকার সন্ত্রাসকে উস্কানি দিচ্ছে এই বাঁধা গৎ আউরে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের রক্তাক্ত হাত আড়াল করছে বার বার। অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অবীকার করছে নিজেদের দায়িত্বকে।

আরিফের আত্মাহুতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। তবে এর শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। একজন নির্দলীয় নির্বিরোধী ছাত্রকে হত্যা করে ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটতে চেয়েছে। একজন নির্দলীয় ছাত্রের মৃত্যুতে নিন্দা এবং ক্রোধের আগুন সমস্ত বেড়া ডিঙিয়ে যাবে-এই বিশ্বাসকে পুঁজি করে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে।

আর সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই সমস্ত ক্রোধ এবং ক্ষোভকে আশ্রয় করে ডাকসুর ভিপির কক্ষ ভাঙচুর করেছে, অমর্যাদা করেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিকে ভেঙে চুরে আগুন ধরিয়ে টুকরো টুকরো করে। হত্যার বিরুদ্ধে তাদের ভাষা হয়েছে হিংস্র ও অন্ধ এবং গণতন্ত্র নামের গৎ বাঁধা ফাঁকাবুলি হয়েছে বিপর্যস্ত- নগ্ন। লেবাস খসে পড়েছে, দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়েছে নর খাদকের বীভৎস রক্তাক্ত দাঁত।

ছাত্র সংগঠনগুলো দেশের জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোরই আদর্শিক প্রতিপালক। তাই এদেশের রাজনীতিবিদরা তাদের নিন্দার ভাষা প্রকাশ করেছেন পক্ষাপক্ষভাবে। আর গণতন্ত্রকে তারা ব্যবহার করেছেন বাতাবরণ হিসেবে। বড় দুঃখ হয়, আমাদের মানসিকতা আজ কোন স্তরে নেমে গেছে। আরিফের বাবা-মা, আত্মীয় পরিজনকে প্রবোধ দেয়ার ভাষা আমাদের জানা নেই। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ, মধুর কেন্টিন, স্বোপার্জিত স্বাধীনতার পাদদেশে দাঁড়িয়ে দেওয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা, বা নগ্নপদে মিছিল করে সারা শহর চষে ফেললেও কোনো শোকাহত বাবা-মাকে একটুও সান্ত্বনা দেয়া যায় না, তীক্ষ্ণ করা যায় না গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে। কারণ এইসব আনুষ্ঠানিকতার লেবাসে অত্যন্ত সংগোপনে লুকিয়ে থাকে হত্যাকান্ডের নায়কেরা। সুযোগ পেলেই কোঁবড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে স্বমূর্তি ধারণ করে। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি, আজও ব্যর্থহীন কণ্ঠে সেই সত্য বাচনেরই পুনরাবৃত্তি করতে চাই, আর সেটা হচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলো জানে তাদের সংগঠনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা আততায়ী কারা কারা? সৃষ্টি করে এই সন্ত্রাস? কে দেয় এর পেছনে মদদ? তাই যতদিন সেইসব সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করা না হবে, নির্ভেজাল বিশ্বাস স্থাপিত না হবে গণতন্ত্রের ওপরে ততদিন পর্যন্ত এই মরণব্যাধির হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। মুক্তি নেই দেশের লক্ষ কোটি বাবা-মায়ের। বুক খালি হচ্ছে, বুক খালি হতেই থাকবে। মা শুধু কেঁদেই যাবেন। অশ্রুপাতের কোনো শেষ হবে না। সবুজ ক্যাম্পাস রক্তস্নাত হবে বারংবার। বসুনিয়া, আরিফেরা হারিয়ে যাবেই যাবে।